দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থা

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ হয়ে গেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন অসহায় কর্তৃপক্ষ।

একটি পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় কিছুসংখ্যক ছাত্র ফেল করলে ক্যাম্পাসে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ঐ ছাত্ররা ভাঙচুর চালায়, বিক্ষোভ মিছিল বের করে, শিক্ষকদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৪ বলে জানা গেছে। ২৩৮ জন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। মাত্র ৩৪ জন ছাত্র একটা চরম অন্যায় আন্দোলন সৃষ্টি করে গোটা ইন্সটিটিউট বন্ধ করে দিল! অন্যরাও কি তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল? নাকি ঐ অকৃতকার্য ৩৪ জন কুমিল্লা পলিটেকনিকের ডাকসাইটে ছাত্র, যে কারণে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কোন পথ দেখেননি?

শুধু পলিটেকনিক কেন, বিশ্ববিদ্যালয়েও সাপ্লিমেন্টারি বিষয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়ে নানা কান্ড হয়। সাপ্লিমেন্টারি ক্লাস হয় না। ক্লাস হলেও ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসে না। পরীক্ষার আগে শিক্ষকরা প্রশ্ন বলে দেন। খাতায় যাই লেখা থাক, ছাত্র-ছাত্রীদের আবদার থাকে পাস করিয়ে দেবার।

কুমিল্লা পলিটেকনিকে কি ঘটেছে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে অকৃতকার্য ছাত্ররা যেসব কান্ড করেছে, সেগুলো কোন যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের কর্মকান্ডের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সকল ছাত্রছাত্রীকে যে মাসুল দিতে হচ্ছে, সে ক্ষতি অপূরণীয়।

অকৃতকার্য ঐ ছাত্রদের 'দাবি-দাওয়া' মেনে নেয়া দূরে থাক, তাদের জন্য কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা উচিত। যে 'আশা'য় তারা উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন করেছে, সে আশা পূরণ হলে কিংবা তারা এসব করে পার পেয়ে গেলে শিক্ষাদানের আদর্শকেই জলাঞ্জলি দেয়া হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-নামধারী সন্ত্রাসীরা প্রশ্রয় পেলে, ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে তারা ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে যেখানেই যাবে সেখানেই গায়ের জোর খাটিয়ে কার্যোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবে। এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বেও কম ঘটেনি। আমরা চাই কুমিল্লা পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।